দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...05 JAN 1988...
পৃষ্ঠা ...5... কলাম ...3...

005

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দুরবস্থা সম্পর্কে এখন আর কেউ অবিদিত নন। সরকারী বা বেসরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে ডিগ্রী কলেজ পর্যন্ত বেশীর ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নানাবিধ সমস্যার আবর্তে আবর্তিত রয়েছে। দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রচণ্ড অভাব এবং যে কয়টা প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেখানে প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আসবাবপত্র, ক্লাসরুম, কমনরুম, যন্ত্রপাতি, পাঠাগারের বইপত্রসহ শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে। আবার কোথাও দরজা জানালা ভাঙ্গা, চাল নেই বা পুরো ভবনের অবস্থাই অত্যন্ত জীর্ণ। কোথাও বা ছাদের প্লাস্টার ধসে পড়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরেছে। যে কোন সময় পুরো ছাদও ধসে পড়তে পারে। ফলে অনেক ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করতে হয়। তাছাড়া বন্যায়ও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। প্রতি বছর গ্রামাঞ্চলে বহু বিদ্যালয় নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ জমি দান করার পরও পুনরায় অনেক গৃহ নির্মাণ করা হয়নি। ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সংকট বিরাজ করছে। একদিকে যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দুরবস্থার জন্য লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে, অপরদিকে দারিদ্র্যতার কারণেও বহু ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। তবুও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান হচ্ছে না। এ থেকে বুঝা যায়, একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব, অন্যদিকে সেগুলো বৃহদায়তন নয়। অথচ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। কিন্তু তাতে কোন লাভ হচ্ছে কি? বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সংকট বিরাজ করছে, যা সত্যিই দুঃখজনক। অনতিবিলম্বে এই সকল সংকট দূর না করলে শিক্ষা পরিবেশ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে সচেতন হয়ে সকল সংকট নিরসন করা একান্ত কর্তব্য।

—আফরোজা ইসলাম (তন্দ্রা)

শিক্ষকের অভাব

শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যার সাথে যে সমস্যাটি আমাদের প্রতিনিয়ত বিচলিত করে তা হচ্ছে শিক্ষকের অভাব। প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই শিক্ষকের সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সমস্যার অর্থাৎ শিক্ষকের অভাব শুধুমাত্র বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ নেই, এই সমস্যা মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বিদ্যমান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে ৬৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ২২ জনের পদই শূন্য। প্রাইমারী স্কুলগুলোর শিক্ষকের অভাবের উদাহরণ না দেওয়াটই সঙ্গত। কারণ এই সমস্যা সবার জানা। নেত্রোকোনা সরকারী কলেজে, ৩২ জন শিক্ষক নেই। দেশে শিক্ষকের যে প্রচণ্ড রকম অভাব রয়েছে তার নজির প্রতিটি দৈনিক পত্রিকা খুললেই দেখতে পাওয়া যায়। দেশে বিদ্যমান শিক্ষকের অভাব সম্পর্কে সবাই কমবেশী অবগত আছেন। কিন্তু শিক্ষকের অভাবের কারণ কি? বেকার সমস্যা যেখানে পাঁচটি মৌলিক সমস্যার অন্তর্গত সেখানে শূন্য পদ পূরণ করার মত শিক্ষকের অভাব— একথা নিশ্চয়ই কিছুটা আশ্চর্যজনক। এর জন্য দায়ী প্রধানতঃ আমাদের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সমস্যা। সকলেই চান অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন যাত্রা। কিন্তু বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষকগণ এত স্বল্প বেতন পান যে, বর্তমান ঊর্ধ্বমূল্যের বাজারে তাদের জীবন যাত্রার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ প্রশাসনিক জটিলতাও এ ব্যাপারে কম দায়ী নয়। এই সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, অধ্যক্ষদের অবহেলা এবং যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয়ত, শিক্ষকদের বাসস্থান সমস্যা। অধিকাংশ নতুন জেলা শহর এবং উপজেলা শহরগুলোতে বাসস্থান সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। তদুপরি শিক্ষকদের পক্ষে স্বল্পমূল্যে বাসা ভাড়া করে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সমস্যা দূর করতে হলে কলেজের নিজস্ব স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ করা উচিত।

চতুর্থতঃ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব। উপযুক্ত বিনোদন এবং অন্যান্য সমস্যা যেমন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব, শিক্ষার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ এবং নিয়োগ বদলীতে অসামঞ্জস্যতা। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একজন শিক্ষককে বছরের পর বছর একই স্থানে রাখা হচ্ছে, পক্ষান্তরে অপর জনকে ছ'মাস না যেতেই বদলী করে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার মান নীচে নেমে যাচ্ছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য। অথচ কর্মমুখী যুগোপযোগী এবং যথার্থ শিক্ষার পরিবেশের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

অচিরেই এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। শিক্ষক সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে না পারলে এই সমস্যা আরো ভয়াবহ হবে বলে আশংকা করা যায়।

—ফারহানা ইসলাম (জয়া)